www.xtrapapers.com

Diploma Programme
Programme du diplôme
Programa del Diploma

Bengali A: literature – Higher level – Paper 1
Bengali A : littérature – Niveau supérieur – Épreuve 1
Bengalí A: literatura – Nivel superior – Prueba 1

Friday 8 May 2015 (afternoon)
Vendredi 8 mai 2015 (après-midi)
Viernes 8 de mayo de 2015 (tarde)

2 hours / 2 heures / 2 horas

Instructions to candidates

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a literary commentary on one passage only.
- The maximum mark for this examination paper is **[20 marks]**.

Instructions destinées aux candidats

- N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire littéraire sur un seul des passages.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de **[20 points]**.

Instrucciones para los alumnos

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario literario sobre un solo pasaje.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es **[20 puntos]**.

2215–0021

© International Baccalaureate Organization 2015

International Baccalaureate
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

www.xtrapapers.com

নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটিই** বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে সাহিত্যিক আলোচনা কর:

1.

... আসলে জীবনের কোথায় যেন একটা গোজামিল আছে। কোথায় যেন একটা বিরাট ছিদ্র আছে, কোথায় যেন কটা নদী ভাঙনের উন্মত্ত খেলা আছে, যে ভাঙনের ভয়, ছিদ্রের আকার ও গোজামিলের ভুল অংক, যা জন্ম, জীবন, ভালবাসা, কর্তব্য ও শ্রদ্ধা কে পায়ের তলায় পিষে দাড় কাকের মুরগীর বাচ্চা খাওয়ার মত নির্দয় ও নিষ্ঠুরের মত মনে হয়। পরের ছেলে যখন তাকে এই বন্দরে জোর করে খাওয়াতে চায়, সেখানে তার নিজের ছেলেদের কি ইচ্ছা করে না বাপকে দুটো ভাত খাওয়ানোর জন্য? অভাব এবং ভাত দুটি যেন একই শব্দ, একই অর্থ বহন করে আজ! পয়সা খরচ করে মক্কা শরীফ গেলে শয়তান ও সাধু হাজী হয়ে যায় (!) আবার সেই পয়সার অভাবে মানুষ হয়ে যায় পশু। একেবারে আস্ত গরু। মুখ দিয়ে খায় আর পাছা দিয়ে পায়খানা করে। ডানে বায়ে দেখে না। সালাম দেয়ও না আবার নেয়ও না।

মোতার ভাতের ভালবাসা তাকে শক্তিশালী করে কিন্তু অতীতের কথা মনে পড়ে লজ্জায় সঙ্কুচিত ও ছোট হয়ে যায়। এই মুহূর্তে যদি মোতা তার কাছে একটা সিকি ধার চাইত তাহলে সে কি করত? দুশ্চিন্তার মাথায় ক্ষুধার্ত পেটের তেতো মুখ থেকে কি রসোগোল্লার রসের মত মিষ্টি কোন উত্তর বের হত! নাকি সে খিস্তি দিয়ে গালাগালি করে উঠত। অতীতে বিনাপয়সায় বন্দরে আসতে চাওয়ার জন্য সেকি মোতাকে কম তিরস্কার করেছে কিন্তু আজকের এই ব্যবহার কি তার জবাব? নাকি বাবার বয়সে একজন ক্ষুধার্ত বৃদ্ধকে দেখে করুণার আবেগে বেহিসাব হয়ে উঠেছে? নাকি এটা একজন ক্ষমতাহীন রাজার জন্য ক্ষমতাশীল রাজার পুরস্কার!

বাড়িতে খাওয়ার সময় মায়ের বাঁধা অতিক্রম করেও ছেলে মেয়েরা মাখা ভাতে হাত ঢুকিয়ে একটা মুখে ঢুকায় তো দশটা মাটিতে ফেলে দিত সে বিরক্তিতে গর্জন করে উঠত। ওদের মা ওদের নিয়ে দূরে সরে গেলেও ওদের কান্না শুনতে শুনতে র‍্যায়জদ্দির খাওয়া শেষ করতে হত। সেত যৌবনের কথা কিন্তু আজ বন্দর বাড়ির এই খোলা নদীতে পর্যাপ্ত ভাত, তরকারি ও মাছের ঝোল দিয়ে অতিথি আপ্যায়নে খাওয়ার মধ্যে তা অতীতের বিরক্তির বিরহটা লেগে থাকে। খাওয়ার শেষ মুহূর্তে মোতা তাকে আরও এক আচা ভাত হাড়ি থেকে উঠিয়ে দেয় এবং হ্যাঁ না করার সুযোগ না দিয়ে, সে সাদা ভাতকে মাছের ঝোলের গাঢ় হলুদ রং এ ঢেকে দেয়। একটু সময় নিয়ে হলেও এবং কষ্ট করে হলেও ক্ষুধার্ত পেটে অপ্রত্যাশিত সুস্বাদু খাবারের বাসনটা সে চেটে চুটেই শেষ করে এবং কলসী থেকে পানি ঢেলে মাটির বাসনটা ধুয়ে সুন্নাতের সঙ্গে শেষ স্বাদটুকুও গ্রহণ করে। মোতা হাড়ি পাতিল সরিয়ে রেখে কোচের ট্যাবলেটের চ্যাপটা বাটা থেকে বের করে একটা বিড়ি ধরায়। র‍্যায়জদ্দি বিড়িটায় শেষ অংশের আশা করে দূরের হালকা ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সাধারণ নিয়মে ধূমপানের অগ্নি সংযোগ, বয়স ভিত্তিতেই শুরু হয় কিন্তু সেখানে আবার বয়সের সাথে সচ্ছলতার প্রশ্নটি আসে। যেমন তার চিৎকারে একসময় যে ছেলেমেয়েরা প্রসাব করে দিত কয়েক বছরের ব্যবধানে তাদের পা ধরেও কাছে আনা যায় না, একটা কথা শুনান যায় না। কিন্তু আজ যদি তার কাছে মোটা টাকা থাকত তাহলে শুধু ছেলেরাই না, জামাইদের নিয়ে মেয়েরাও আসত ফলমিষ্টি নিয়ে। র‍্যায়জদ্দিকে অবাক করে দিয়ে মোতা তারে একটা আস্ত দামী বিড়ি বার করে দেয়। তার যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়। এক সময় এই বিড়ি সেও খেত। বিড়ি শেষ হয়ে গেলেও ঘ্রাণটা লেগে থাকে। অনেকক্ষণ একথা ভেবে মনে মনে বলে–

– অরাইত খাবে। এইডাইত বয়স অহন এটা না হরলে বুড়া বয়সে উপাস করবে কেমনে?

মোতা বলে ওঠে বিড়িটা ধরাও।

ঝিমাও কির লাইগ্যা, মুই এটটা ধান কাডোনের বায়না পাইছি।

আইজ কিছু আগামও পাইছি হেইয়ার লাইগ্যা একটু ত্যালে ঝালে পরাণ ভইরা খাইলাম। গাঁও ফেরবানা আইজগো?

www.xtrapapers.com

– হ ফেরততো অইবেই। কেওই যদি দয়া হইর‍্যা যায় বুইর‍্যা র নায়। হেইয়্যার লাইগাই তো সবুর করতে অইবে। খালি নাও লইয়া গ্যালে খামু কি?

– আইজ মানুষ–জোনের অভাব অইবে না। মুই তো জামু না আইজ। ব্যাবাকরে কইয়া দিছি। আমার লাইগ্যা দোয়া হইর‍্যো চাচা।

– আল্লায় তোরে ভালো হরুক। তোর লাইগ্যা দোয়া হরমুনা তো কার লাইগ্যা হরমু। তোর নাহান ছেইলা থাকলে এই বয়সের খাওনের লাইগ্যা গাঙ্গে, নাও বাইতে অয়।

অলি রহমান, *স্বপ্নের সাহসী মানুষেরা* (২০০৩)

www.xtrapapers.com

2.

এক যুগরে কবতিা

বিষের বাটিতে চুমুক দিয়ে আছি বারোটি বছর,
দ্যাখো; আমার শরীরে বিষের হরিদ্রাভ ক্রিয়া!
অভাব আর মহামারীর ফ্যাকাশে বেলুন হাতে
একই জায়গায় কেমন দাঁড়িয়ে আছি আমি! অথবা
বেঁচে আছি মরার মতোন! আমি বন্দিনী, ক্রীতদাসী
বন্দুকের নলের কাছে! শিরার রক্ত প্রবাহে ঢুকে গেছে
বারুদের গ্যাস! রক্ত আর রক্ত নেই, রক্ত হয়েছে
বন্যার জল! আমার বুক হয়েছে মানুষের সন্ত্রাস,
খাদ্যহীন; বস্ত্রহীন; অনাহারী মানুষের বিস্তীর্ণ শ্মশান!
আমার মাথা হয়েছে বন্দুকধারী বাট্‌পারের
হেডকোয়াটার!

ওইখানে লোভ ও লোভী, ওইখানে অন্যায় ও অবিচার,
ওইখানে আমার সতীত্ব অপবিত্রকারী! ওই যে যায়–
পাঞ্জাবীর ওপরে মুজিবকোট লাগিয়ে জাতীয় বাট্‌পার!
ধোঁয়া তুলে গাড়ি হাঁকায় ওই যে পৌরসভার চোট্টা ম্যায়র,
মন্ত্রী মিনিস্টার!
সমাজ সেবকের বেশে ওই যে যায় রড–সিমেন্টের
পারমিটধারী,
রেশনমালিক!
গুলি ছুঁড়ে মানুষের বুকে তামাশা ওড়ায় ওই যে
অস্ত্রধারী নরঘাতক!
অথচ ওই যে; ওই তো–রোদে গলে পড়ছে মানুষের ঘাম,
অশ্রু ও রক্তে সিক্ত হচ্ছে আমার মাটি!
তবুও বুটে শব্দ তুলে খেলা ক'রে এসব জাতীয়
শত্রুর দল!

তিরিশ লক্ষ শহীদের দেয়া
আমার আছে একটি শোকার্ত হু হু ভালোবাসা,
অশ্রুর মলাটে মোড়া; রক্তের পরতে লেখা:
স্বাধীনতা। কিন্তু
স্বাধীনতা আজ ক্ষমতাশালীর উলঙ্গ খেমটা নাচ,
অস্ত্রধারীর সুখ–অহংকার–বিশাল–ভূষন!
স্বাধীনতা আজ মানুষের ভাগ্যহীনতার পরিহাস,
অভাবী–দরিদ্র–অনাহারীর অশ্রু ও কূজন!
স্বাধীনতা আজ আমার গায়ের শতছিন্ন বস্ত্র,
স্বাধীনতা আজ হানাহানি; খুনোখুনি; সৈনিকের
হাতের অস্ত্র!

www.xtrapapers.com

অথচ আমার বুকে স্বাধীনতা এসেছিলো
নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ডাকটিকিটে মুড়ে,
ভরে দিতে সম্পদে বুকের পাঁজর...
কিন্তু হায়;
বিষের বাটিতেই চুমুক দিয়ে আছি বারোটি!

ওয়াহিদা রেজা, *ঘরে এখন পরপুরুষ* (১৯৮৭)